মহান আল্লাহর নামে

যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু

‘উমার ইবনুল-খাত্তাব

জীবন ও শাসন

অনুবাদ	মাসুদ শরীফ (১–৪), সানজিদা শারমীন (৫)
সম্পাদনা	আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
বানান ও ভাষারীতি	যাহিদ আহমাদ, ইমতিয়াজ উদ্দীন খান
পৃষ্ঠাসজ্জা	মাসুদ শরীফ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ শরীফুল আলম

‘উমার ইবনুল-খাত্তাব

জীবন ও শাসন

ড. ‘আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

SEAN
PUBLICATION

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

‘উমার ইবনুল-খাত্তাব: জীবন ও শাসন
ড. ‘আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি
গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৮ সিয়ান পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা-সংস্করণ
সাফার ১৪৪০ হিজরি। অক্টোবার ২০১৮
২য় মুদ্রণ
১৪৪৪ হিজরি। আগস্ট ২০২২
ISBN: 978-984-8046-03-6
www.seanpublication.com
+88 01781 183 501

MRP: ৭৫০৳ মাত্র।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট-মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি অথবা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন-সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

‘Umar Ibnul-Khattab: Jibon o Shashon’, the Bengali version of the book 'Umar Ibn Al-Khattab: Hayatuhu wa Asruhu' by Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, Edited by Abu Tasmiya Ahmed Rafique, published by Sean Publication Limited of Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শারীআহ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব আইন লঙ্ঘন করে তার সে অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শারীআতের সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অফনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

> কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [সহীহ আল-জামি আস-সাগীর, হাদীস: ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শারীআতে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> ...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। [আল-কুরআন ০২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শারীআতের সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শারীআতের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

> ...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [আল-কুরআন ০৫: ৮৭]

সূচি

সম্পাদকের কথা ১৩
পূর্বকথা ১৭

২৬ **মাক্কায় ‘উমার** ﷺ
নাম, বংশ-পরিচয়, ডাকনাম ২৭
জন্ম ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য ২৭
পরিবার ২৭
‘উমারের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ২৭
জাহিলি যুগে ‘উমার ২৯
ইসলামের শামিয়ানায় ৩২
প্রকাশ্যে ইসলামপ্রচার ৩৭
তার ইসলামগ্রহণের প্রভাব ৩৯
মুসলিম হওয়ার দিনক্ষণ ৪০
হিজরাত ৪০

৪৬ **‘উমারের জীবনে কুরআনের প্রতিফলন**
স্রষ্টা, জীবন-জগৎ, জান্নাত, জাহান্নাম, পরকাল ও তাকদীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ‘উমারের দর্শন ৪৭
মহাবিশ্ব সম্পর্কে ৪৯
তাকদীর সম্পর্কে ৫১
শাইতান সম্পর্কে ৫২
কুরআনের আয়াতের সঙ্গে মতের মিল ৫৩
ঘরে ঢোকার অনুমতিগ্রহণ প্রসঙ্গে ৫৬
মদ নিষিদ্ধ করা প্রসঙ্গে ৫৬
তাফসীরে ‘উমার ৫৯
নবিজির সান্নিধ্যে ৬১
লড়াইয়ের ময়দানে ৬৪
মাদীনায় ‘উমার ৮০
জিব্রীলের হাদীস ৮১
‘উমারের মতের সাথে নবিজির মতের মিল ৮২
তাওরাতের কপি এবং ‘উমার ৮৩
সৃষ্টি-সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনায় ‘উমার ৮৩

কসম-সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনায় ‘উমার ৮৪
রাদিতু বিল্লাহি রাব্বান... ৮৪
এটা সকলের জন্য ৮৫
দান করে ফেরত নেওয়া ৮৫
সাদাকা এবং ওয়াক্‌ফ ৮৫
আল্লাহর রাসূলের দেওয়া উপহার ৮৬
উৎসাহ প্রদানে ‘উমার ৮৭
বিদ‘আতের ব্যাপারে সতর্কতা ৮৮
অর্থ-সম্পদ এলে গ্রহণ করা ৮৮
‘উমারের জন্য নবিজির দু‘আ ৮৯
রাসূলের বারাকার উপলব্ধি ৮৯
রাসূলের সাথে ‘উমারের মেয়ের বিয়ে ৮৯
নবিজির স্ত্রীদের বিবাদে ‘উমারের মনোভাব ৯০
‘উমারের কিছু মর্যাদা ও গুণাবলি ৯৩
নবিজির মৃত্যুদিনে ১০২

১০৪ **আবু বাক্‌রের খিলাফাতকালে ‘উমার**
সাকীফার সংকটে ১০৫
যাকাত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে ১০৭
মু‘আয যখন ইয়েমেন থেকে ফিরে এলেন ১০৮
‘উমারের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা ১০৯
প্রশাসক নিয়োগের ব্যাপারে তার অভিমত ১০৯
রিদ্দার যুদ্ধে নিহত মুসলিমদের রক্তপণ ১১০
জমি বরাদ্দ দেওয়ার ব্যাপারে ভিন্ন মত ১১০
কুরআন সংকলন ১১২

১১৪ **‘উমারের খিলাফাত**
‘উমার ইবনু খাত্তাবকে খলীফা নিয়োগের প্রেক্ষাপট ১১৫
কুরআন থেকে ‘উমারের খলীফা হওয়ার ইঙ্গিত ১২০
সুন্নাহ থেকে ‘উমারের খলীফা হওয়ার ইঙ্গিত ১২২
‘উমারের খিলাফাতের ব্যাপারে ইজমা ১২৭
খলীফা ‘উমারের প্রথম ভাষণ ১২৯
নারীদের বাই‘আত ১৩৪
নারী যুদ্ধবন্দিদের ফেরত ১৩৫
রাজা-বাদশাহ ও খলীফার মধ্যে পার্থক্য ১৩৬

শূরা	১৩৬
ন্যায় ও সুবিচার	১৪১
কিছু সুবিচারের নজির	১৪৩
সমতা	১৪৫
স্বাধীনতা	১৫১
ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা	১৫২
চলাফেরার স্বাধীনতা	১৫৫
ঘরবাড়ি, মালিকানা ও নিরাপত্তা	১৫৮
মত প্রকাশের স্বাধীনতা	১৬০
বিভ্রান্ত মতবাদ, অস্পষ্ট বিষয়	১৬২
মত প্রকাশের নামে মানুষের সম্মানহানি	১৬৩
ইহুদি-খ্রিষ্টান নারীদেরকে বিয়ে	১৬৩
খলীফার ব্যয়	১৬৬
হিজরি ক্যালেন্ডারের সূচনা	১৬৮
আমীরুল-মু'মিনীন খেতাব	১৭০
'উমারের কিছু চারিত্রিক গুণ	১৭১
পরিবার জীবন	১৮৪
নবিপরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা	১৯০
'আব্বাস ও 'আলির মাঝে মতপার্থক্য	১৯৫
'আব্বাস ও তার ছেলের প্রতি শ্রদ্ধা	১৯৭
খলীফার সামাজিক জীবন	১৯৮
মানুষের প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে তার আগ্রহ	২১৪
সমাজের নেতৃস্থানীয় মানুষদেরকে শাসন	২১৭
বিভিন্ন কাজের সমালোচনা	২১৮
জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতনতা	২১৯
মদ্যপায়ীদের ব্যাপারে 'উমারের সদুপদেশ	২২০
গোপন বৈঠকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা	২২১
ভালো কাজের আদেশ, খারাপ কাজের নিষেধ	২২২
তাওহীদ, বিচ্যুতি, বিদ'আহ	২২৩
নীলনদের বধূ	২২৩
'ইবাদাতের নানা দিক নিয়ে তার চিন্তা	২২৭
ব্যবসা ও বাজার-ব্যবস্থাপনা নিয়ে তার ভাবনা	২৩৪
ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসার আইন-কানুন জানতে বাধ্য করা	২৩৬
পরিশ্রম করে হালাল উপার্জনে উৎসাহ প্রদান	২৩৮

কাজ করা নিয়ে 'উমারের কিছু বাণী ২৩৮
অভিজাত মুসলিমদের ব্যবসা ছেড়ে দেওয়ার আশঙ্কা ২৩৯
রাতের টহল ২৩৯
শিশুদেরকে বুকের দুধ ছাড়াতে নিষেধাজ্ঞা ২৪০
স্ত্রীদের দূরে রেখে জিহাদে নিয়োজিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা ২৪১
মুজাহিদদের সম্মান রক্ষা ২৪২
পশুপাখির প্রতি মায়া-মমতা ২৪৮
'উমারের সময়ে ভূমিকম্প ২৪৯
জ্ঞান, জ্ঞানী ও দা'ঈদের নিয়ে 'উমারের ভাবনা ২৫০
'উমারের কিছু বিখ্যাত বচন ২৫৬
ফিক্‌হ ও ফাতওয়ার কেন্দ্রনগরী মাদীনা ২৫৯
মাক্কার শিক্ষানিকেতন ২৬৩
মাদীনার শিক্ষালয় ২৬৬
বাস্‌রার জ্ঞানকেন্দ্র ২৬৭
কূফার জ্ঞানকেন্দ্র ২৭১
সিরিয়ার জ্ঞানকেন্দ্র ২৭৪
মিশরের জ্ঞানকেন্দ্র ২৭৯
কাব্য ও কবিতা ২৮২
কাব্যপ্রীতি ২৮৩
কবিতা মূল্যায়নে খলীফা ২৯০
অবকাঠামোগত উন্নয়ন ২৯৩
যোগাযোগ-ব্যবস্থা ২৯৪
সীমান্ত প্রহরা ২৯৬
বাস্‌রা ২৯৮
কূফা ৩০০
বিলাসিতার ভয় ৩০২
ফুস্তাত ৩০৬
লিবিয়ার সির্ত ৩০৮
বিজিত অঞ্চলগুলোতে সেনানিবাস নির্মাণ ৩০৮
শাম অঞ্চলে নির্মিত সেনানিবাস ৩০৮
অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বছর (রামাদার বছর) ৩০৯
প্লেগ (তা'ঊন) ৩১৯
আবু 'উবাইদা ও মু'আয ইবনু জাবালের মৃত্যু ৩২১
মু'আয বিন জাবালের মৃত্যু ৩২৪

খলীফার সিরিয়া সফর ৩২৬
প্লেগ-আক্রান্ত অঞ্চলে প্রবেশ ও বের হওয়ার বিধান ৩২৭

৩৩০ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও বিচার বিভাগ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৩৩১
রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ৩৩১
যাকাত ৩৩২
জিযিয়া ৩৩৫
তাগলীবের খ্রিষ্টানদের কাছ থেকে যাকাতের দ্বিগুণ গ্রহণ ৩৩৯
জিযিয়া চুক্তির শর্তাবলি ও আদায়ের সময় ৩৪২
খারাজ ৩৪২
বাইজেন্টাইন ও পারসিকদের উস্কানিতে উদ্বুদ্ধগণের বিদ্রোহ রোধে গৃহীত পূর্ব-প্রস্তুতি ৩৫১
'উশর (এক দশমাংশ) ৩৫২
ফাই ও গানীমাত ৩৫৫
বায়তুল-মাল এবং সরকারি নথিপত্রের প্রচলন ৩৫৭
রাষ্ট্রীয় ব্যয় পরিচালনা ৩৬১
যাকাতের সম্পদ ব্যয় ৩৬২
জিযিয়া, খারাজ ও উশরের সম্পদ ব্যয় ৩৬৫
গভর্নরদের ভাতা ৩৬৫
সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা ৩৬৫
নাগরিক ভাতা ৩৬৬
গানীমতের সম্পদ ব্যয় ৩৬৮
রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নয়ন ৩৭০
বিচারকদের প্রতি 'উমারের চিঠি ৩৭৪
বিচারক নিয়োগ, তাদের বেতন-ভাতা ও বিচারিক বিশেষত্ব ৩৭৮
বিচারকের গুণাবলি ও কর্তব্যসমূহ ৩৮০
বিচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ ৩৮২
রাষ্ট্রপ্রধান যখন বিচারের কাঠগড়ায় ৩৮৮
আইনের উৎসসমূহ ৩৮৮
বিচার-ফয়সালার জন্য প্রয়োজনীয় দলিল-প্রমাণসমূহ ৩৯১
'উমারের দেওয়া কিছু শাস্তির রায় ৩৯৫
'উমার ইবনুল-খাত্তাবের কতিপয় পছন্দনীয় আইনি সিদ্ধান্ত ৪১১
প্রান্তটীকা ৪১৫

সম্পাদকের কথা

আলহামদু লিআহলিহ ওয়াস-সালাতু লিআহলিহা

স্বনামধন্য কুরআন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'-এর সাথে যুক্ত হয়েছিলাম এই শতাব্দীর শুরুর দিকে। প্রথম দশকের বড় একটা অংশ জুড়ে যুক্ত ছিলাম এই প্রতিষ্ঠানের সাথে। শ্রদ্ধেয় জনাব হাফেজ মুনির উদ্দীন সাহেব অত্যন্ত যত্নের সাথে হাতে ধরে ধরে অনুবাদ ও সম্পাদনার নানারকম কলাকৌশল শিখিয়েছিলেন আমাকে। কতটুকু শিখতে পেরেছি জানি না; তবে আজ অনেক বছর পর যখন ইসলামের ইতিহাস সিরিজের সম্পাদকীয় লিখতে বসেছি, তখন সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে নিজের অজান্তেই চোখের কোণ ভিজে উঠছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনিই তাঁর বান্দাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন।

ড. সাল্লাবির লিখনীর সাথে যখন থেকে আমার পরিচয় তখনও 'সিয়ান'-এর জন্ম হয়নি। সেই ২০০৭/৮ সালের কথা। তন্ময় হয়ে আরব এক শাইখের একটি লেকচার সিরিজ শুনতাম। যতক্ষণ শুনতাম মনে হতো যেন টাইম মেশিন রিওয়াইন্ড করে চৌদ্দশ বছর আগে ফিরে গিয়েছি। যেন হাঁটছি মাদীনার অলিগলিতে। ঘুরে ফিরছি বাদ্‌র আর উহূদের প্রান্তরে।

এই লেকচার সিরিজে প্রায় প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ও উপদেশগুলো তুলে ধরার সময় যাদের নাম অবধারিতভাবে এসে যেত, তাদের অন্যতম হলেন ড. সাল্লাবি। যতদূর জানি, সে-সময়ে তার বইগুলো ইংরেজিতে প্রকাশ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বক্তা আরব হওয়ায় তিনি সাল্লাবির রচনা থেকে সাহায্য নিতে পেরেছেন। লেকচারার ও লেকচার সিরিজের প্রতি ভালোবাসার সাথে সাথে অবচেতন মনে এই লেখকের লেখার প্রতিও তৈরি হয়ে যায় গভীর এক ভালোবাসা।

'সিয়ান' শুরু করার পর যখনই ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার প্রসঙ্গ সামনে এসেছে, আমার প্রথম পছন্দ ছিলেন ড. সাল্লাবি। পরামর্শ-সভায় উত্থাপন, আলোচনা এবং নানা দিক খতিয়ে দেখার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আমরা ড. সাল্লাবির ইতিহাস সিরিজ নিয়েই কাজ করব।

যেহেতু নীতিগতভাবে 'সিয়ান' সম্ভাব্য ক্ষেত্রে লেখকের অনুমোদন ছাড়া কারও রচনা কিংবা তার অনুবাদ প্রকাশ করার বঙ্গীয় অনৈতিকতাকে সমর্থন করে না, তাই ড. সাল্লাবি থেকে অনুমোদন গ্রহণের প্রসঙ্গটি সামনে চলে আসে। 'সিয়ান'-এর তৎকালীন অন্যতম দায়িত্বশীল শরিফ আবু হায়াত অপু ভাইয়ের উপর দায়িত্ব পড়ে যোগাযোগ স্থাপনের। তিনি মূল আরবি প্রকাশক লেবাননের দার আল মা'রিফার সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হন এবং প্রকাশক ও লেখক উভয়ের পক্ষ থেকে বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার লিখিত অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন।

এরপর আমরা রাসূলুল্লাহর সীরাত নিয়ে কাজ শুরু করি। একজন পূর্ণকালীন আরবি অনুবাদক নিয়োগ দেওয়া হয়, শুধু সাল্লাবির রচনাগুলো অনুবাদ শুরু করার জন্য। সীরাতুর-রাসূলের প্রায় অর্ধেক অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার পরই 'সিয়ান'-এর উপর প্রথম ঝড়টি আসে। ঠিকমতো কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর আগেই প্রবল এ ঝড়ে অনেক কিছু লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে আমার সৌভাগ্য হয় এর ইংরেজি অনুবাদগুলো চেখে দেখার। জায়ান্ট দুটি প্রকাশনা সংস্থা দারুস-সালাম ও আইআইপিএইচ থেকে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। দারুস-সালাম থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলো পড়ার পর আমি কিছু জায়গা আরবির সাথে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে বেশ হোঁচট খেলাম, আবার একই সাথে অনুবাদকের প্রশংসা না করেও পারলাম না।

তারা গ্রন্থগুলোকে আক্ষরিক কিংবা ভাবানুবাদ না করে অনেক স্থানে যেন একে ইংরেজি সংস্করণ হিসেবে প্রস্তুত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই ভার্সনে অনারব পাঠকদের অবস্থা বিবেচনায় এনে মাঝেমধ্যে কিছু বিষয়কে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

এরপর আমি আরও কিছু অংশের ক্রস-চেক করে এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, ইংরেজি সংস্করণের রচনার যে-স্টাইলটি অনুসরণ করা হয়েছে তা অনারবদের জন্য বিশেষায়িত একটি পদ্ধতি। আর আমরা যেহেতু বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য কাজ করব, তাই আমরা তার কিছু বই আরবি থেকে না করে ইংলিশ থেকে অনুবাদ করানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সে-মতে আবু বাক্‌র, 'উমার ও 'উসমানের জীবনী ইংরেজি থেকে অনুবাদ করিয়েছি। তবে 'আলির জীবনী থেকে আমরা আবার মূল আরবিতে ফিরে আসি।

কারণ, সম্পাদনার সময় আরবির সাথে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, কিছু কিছু জায়গাতে উত্তম সংযোজনের পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত বিয়োজনও করা হয়েছে। কোথাও এমন মনে হয়েছে যে, ইংরেজি অনুবাদক হয়তো ইতিহাসের রূঢ় বাস্তবতাকে হজম করতে পারেননি; একটু কাটছাঁটের কাঁচি চালিয়েছেন। আমরা তার থেকে উত্তম অংশ গ্রহণ করেছি আর অনুত্তমটুকু বর্জন করে মূলানুগতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহ চান তো ইসলামের ইতিহাস নিয়ে রচিত ড. সাল্লাবির প্রত্যেকটি বই আমরা ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের উপহার দেব।

রাসূলুল্লাহর পর খুলাফা' রাশিদূন উম্মাহর সেরা প্রজন্ম। তাদের সময়ে ইসলাম যতটা বিশুদ্ধ, যতটা প্রভাবশালী ছিল, অন্য আর কোনো সময়ে ততটা ছিল না। যতটা সম্মান আর আত্মমর্যাদা নিয়ে কালের সে অধ্যায়ে মুসলিমরা জীবনযাপন করেছেন, ইতিহাসে তেমন আর কোনো অধ্যায় আজ অবধি আসেনি।

আফসোসের বিষয়, আমরা বর্তমান প্রজন্মের মুসলিমরা সমাজ ও জীবন-বিধ্বংসী নায়ক-গায়ক, খেলোয়াড়-মডেল কিংবা হালের প্রতাপশালী শাসকদের সম্পর্কে যতটা জানি, খুলাফা' রাশিদূনের মহান ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ততটাই কম জানি।

মুসলিম উম্মাহর সার্বিক অবস্থার সাথে আমাদের এই ঔদাসীন্যের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আমরা যদি পুনরায় আমাদের সেই গৌরবোজ্জ্বল সময়টা ফিরিয়ে আনতে চাই, তাহলে নক্ষত্রসম এই মানুষগুলোর জীবনাচার ও কর্মধারা সম্পর্কে জানা ও তা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার কোনো বিকল্প নেই।

দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম উম্মাহর বর্তমান করুণ অবস্থা নিয়ে যখনই কোনো সচেতন ব্যক্তি ভাবতে বসেন, তখন তার মনে অবধারিতভাবে এই ভাবনা উদিত হয় যে, আজকের উম্মাহকে এই দূরাবস্থা থেকে বের করে আনার জন্য একজন 'উমারের বড় প্রয়োজন।

তার অন্তরে যে আল্লাহভীরুতা, বুদ্ধিতে যে প্রখরতা, দৃষ্টিতে যে দূরদর্শিতা, ব্যক্তিত্বে যে মূর্ছনা এবং নেতৃত্বে যে মুনশিয়ানা ছিল—সেসবের কাছে এই উম্মাহ চিরকাল ঋণী।

সত্যিই আবু বাক্‌রের পর 'উমারই ছিলেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই উম্মাহ ও ফিতনার মাঝে তিনি ছিলেন এক অভেদ্য দেয়াল, এক বন্ধ দরজা। আততায়ীর হাতে তার নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে যেদিন সেই দরজা ভেঙে গিয়েছে আর তা বন্ধ করা যায়নি—যাবেও না হয়ত আর কোনোদিন।

উম্মাহর কল্যাণ-কামনা ছিল অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত বাসনা; আর সে কল্যাণ সাধন ছিল তার দিবানিশি ধ্যান-জ্ঞান। উম্মাহর অনেক শাসক তার চেয়ে অনেক দীর্ঘকাল শাসন করলেও 'উমারের শাসনামল হলো মানবেতিহাসে, উম্মাহর ইতিহাসে দেদীপ্যমান জ্বলন্ত সূর্যের মতো। গোটা মানবেতিহাসের মধ্যে যেন জ্বলজ্বল করছে।

আমরা আশা করি, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি: এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনীর আলোকচ্ছটা যেন সর্বপ্রথম আমাদের এই জাতিকে উদ্ভাসিত করে। এর হাত ধরে যেন আগামী দিনে 'উমারের মতো যোগ্য নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে উম্মাহর কল্যাণ সাধনে।

আমরা 'উমারের শাসনামল নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটির প্রচ্ছদে এমন একটি রং ব্যবহার করেছি, যার মাধ্যমে একই সাথে তার শাসনামল যেমন অন্য সকলের শাসনামলের মাঝে স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকে, তেমনি তার ব্যক্তিত্বকেও প্রস্ফুটিত করে তোলে। লাল রং

শক্তিমত্তা ও ক্ষমতাকে বোঝায়। তবে এটা নির্মম শক্তি নয়, কটকটে লাল নয়। এ শাসন কল্যাণকামিতার শাসন; আদর-ভালোবাসা ও স্নেহের শাসন।

আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এ বইটি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল আরও অনেক আগে। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। 'সিয়ান'-এর উপর দিয়ে একের পর এক ঝড় বয়ে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। যাক, অবশেষে বইটি আলোর মুখ দেখছে এতেই শান্তি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ইসলামের ইতিহাস নিয়ে কাজ করা এক সুবিশাল কর্মযজ্ঞ। "'উমার ইবনুল-খাত্তাব : জীবন ও শাসন" সেই দীর্ঘ অভিযানে আমাদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ। বিশাল এই কাজে রয়েছে অনেকের অবদান। পর্দার পেছনেও জড়িয়ে আছে অনেকের ঘাম। সিয়ানের প্রিন্ট ম্যানেজার আতিকুর রহমান ভাই বইটিকে সুন্দর করতে সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতাকে অভিজ্ঞতা দিয়ে পূরণের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছেন। ফিন্যান্স ম্যানেজার তৌহিদুর রহমান, সেলস ইনচার্জ তোফায়েল মৃধা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সীমাহীন অবদান রেখেছেন। পুরো বইটি পৃষ্ঠাসজ্জা হয়ে আসার পর বইটিকে আরও একবার দেখে দিয়েছেন আমাদের আরবি অনুবাদক মাহমুদুল হাসান এবং হাসান শুয়াইব। বইটির উৎকর্ষ বাড়াতে তাদের অবদানও নেহাত কম নয়। আল্লাহ আমাদের সবার কষ্টটুকু কবুল করে নিন।

মহান আল্লাহর সৃষ্টিই যে একমাত্র নিখুঁত—মানুষের প্রতিটি কাজ তার সাক্ষ্য বহন করে চলে। শতভাগ চেষ্টার পরও মানুষের কোনো কাজই নির্ভুল ও নিখুঁত নয়; ভুল থাকবে, আরও উন্নত করার সুযোগ থাকবে সবসময়ই। আমাদের এ কাজটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি।

আপনি পাঠক হিসেবে কোনো ভুল বা অসংগতি আপনার দৃষ্টিগোচর হলে ইমেল অথবা ফোনে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি।

গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পথে আমাদের এই পথ চলায় আপনি হোন আমাদের অংশীদার।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
প্রধান সম্পাদক
সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
অক্টোবর ২২, ২০১৮